বিরোধিতার মোকাবিলায় ইসলামের কর্মনীতি

শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায

বিরোধিতার মোকাবিলায় ইসলামের কর্মনীতি

শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায

বাংলায় রূপান্তর ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৩০

২য় প্রকাশ

মহররম	১৪২৪
চৈত্র	১৪০৯
মার্চ	২০০৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

سلوك الاسلام فى مواجهة المخالفين -এর বাংলা অনুবাদ

BERODHETAR MOKABELAY ISLAMER KORMONITE. by Shaiokh Abdullah Been Aaz. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 5.00 Only.

আল ইসলাহ পত্রিকার সাথে শায়েখ বিন বাযের ব্যাপক বিষয়ভিত্তিক সাক্ষাতকার।

- মুসলমানদের উচিত যে কোন স্থানে মুসলমানদের জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা।
- কয়েকটি শর্তে আলেমদের পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ায় কোন ক্ষতি নেই।
- যেসব পত্র-পত্রিকা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের বিদ্রূপ ও হেয়প্রতিপন্ন করে এবং ইসলাম বিরোধীদের হাত শক্তিশালী করে যেসব পত্র-পত্রিকাও বর্জন করতে হবে।
- আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও জ্ঞান অন্বেষণকারীদের মধ্যে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা থাকতে হবে। কারণ, তারা এক ও অভিন্ন।

ভূমিকা

গবেষণা, ফতোয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ (ইদারাতুল বুহূমুল ইলমিয়া ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ) সংস্থার প্রধান শায়খ আবদুল আযীয বিন বায জোর দিয়ে বলেছেন যে, চরমপন্থী ও মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত হওয়ার কারণে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের ন্যায় ও সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকা সমীচীন নয়। বরং ন্যায় ও সত্য তুলে ধরার জন্য তাদের আরো অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। যেসব সংবাদপত্র ও সাময়িকী আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের উদ্দেশ্যমূলক সমালোচনা করে, ইসলাম বিরোধী শিল্পীদের সমর্থন ও সহযোগিতা দান করে এবং বেপর্দা মেয়েদের ছবি প্রকাশ করে 'আল ইসলাহ' সাময়িকীর সাথে ব্যাপকভিত্তিক একটি সাক্ষাতকারে তিনি সেসব পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীকে বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে কোন স্থানেই হোক না কেন মুসলিম জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দান মুসলমানদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন ঃ কিতাব ও সুন্নার দিকে আহ্বানকারী দলই 'নাজাত প্রাপ্ত' দল। বিশ্বের এখানে সেখানে আলাদা আলাদা ও বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকলেও এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও কিছু এসে যায় না, যদি তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও লক্ষ্য এক হয়। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ইসলামপন্থী গণমানুষের মতামতকে প্রভাবিত করে এরূপ বেশ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে 'আল ইসলাহ' তাঁর সাক্ষাতকার গ্রহণ করে। বহু সংখ্যক মানুষও এ বিষয়ে তাঁর মূল্যবান মতামত জানার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে আসছিলেন। তাছাড়া এ সাক্ষাতকারের মাধ্যমে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ঃ আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও উলামাদের আইন- সভার সদস্য হওয়া, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে "আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার" তথা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধে পালনীয় নীতিমালা, গোপনে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করার নিয়ম-কানুন, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং সালাফী পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য, কোন সরকার ও জাতিকে কাফের ঘোষণা করা এবং অনুরূপ আরো অনেক বিষয় তাঁর সুনির্দিষ্ট মতামত জানা যায়, যার জন্য অনেকেই বহুদিন থেকে অপেক্ষা করে আসছিলো। এখানে সাক্ষাতকারটি বিস্তারিত পেশ করা হলো।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বিরোধিতার মোকাবিলায় ইসলামের কর্মনীতি

আল ইসলাহ ঃ আপনি জানেন বর্তমানে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ সর্বত্র তার শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। এ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি ?

ইবনে বায ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সব প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের ওপর দরূদ ও সালাম।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মুসলিম উম্মাহ শত্রু কর্তৃক বিপদগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ لا وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ○

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো যাতে তোমাদের অবস্থা যাঁচাই করতে পারি এবং জেনে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে দৃঢ়পদ।"—(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩১)

মুসলিম উম্মাহ তাঁর শত্রু দ্বারা বিপদগ্রস্ত হবে এবং তাকে অবশ্যই ধৈর্যধারণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ قف وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○ (ال عمران : ١٨٦)

"তোমাদেরকে প্রাণ ও সম্পদ উভয় ক্ষেত্রে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। তাছাড়া আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে তোমরা বহু কষ্টদায়ক কথা শুনবে। এসব পরিস্থিতিতে যদি তোমরা ধৈর্যধরো ও আল্লাহভীরুতার নীতি অনুসরণ করো, তবে তা হবে খুব বড় রকমের দুঃসাহসিক কাজ।"
—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৬)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لاَيَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ○ (ال عمران : ١٢٠)

"যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো তাহলে তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করছে আল্লাহ তা সবই জানেন।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১২০)

অতএব উম্মার কর্তব্য হলো, ধৈর্যধারণ করা, আত্মসমালোচনা করা, দীনকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, শত্রু কি বলছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করা, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের (সা) সুন্নাত অনুসরণ করা, কথা, কাজ ও আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে সুদৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করা এবং আল্লাহর শরীয়াতকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে বাস্তবায়িত করা। সবগুলো ইসলামী দেশের জন্য এটাই এ মুহূর্তের কর্তব্য। যদি কথা, কাজ ও আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে গোটা উম্মাহ সত্যিকারভাবে আল্লাহর দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে শত্রুর হৈচৈ ও চক্রান্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আগেই আমরা মহান আল্লাহর এ বাণী উল্লেখ করেছি যে,

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لاَيَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ○ (ال عمران : ١٢٠)

"যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো তাহলে তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করছে আল্লাহ তা সবই জানেন।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১২০)

আল্লাহ তার মহান কিতাবে আরো বলেছেন ঃ

وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ج (سورة الانفال : ٤٦)

"তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করো। আল্লাহ ধৈর্য অবলম্বনকারীদের সাথে আছেন।"—(সূরা আনফাল ঃ ৪৬)

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ (محمد : ٧)

"তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা'কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।"–(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৭)

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ

فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ

الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ○ (الحج : ٤٠ ـ ٤١)

"আল্লাহ্ অবশ্যই সেইসব লোকদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী। এরা এমন লোক যে, যদি আমি পৃথিবীতে তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করি তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে। আল্লাহর হাতে সমস্ত কাজের পরিণতি।"

—(সূরা আল হুজ্জ ঃ ৪০-৪১)

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ○ (الروم : ٤٧)

"মু'মিনদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য।"—(সূরা আর রূম ঃ ৪৭)

মু'মিনরাই আল্লাহর আদেশ দৃঢ়ভাবে ধারণকারী এবং হারামসমূহ পরিত্যাগকারী। তারাই আল্লাহর হুদুদের সামনে থেমে যায় এবং তাঁর শরীয়াতকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এরাই প্রকৃত মুসলিম এবং আল্লাহর অলী। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي

الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي

ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ

بِيْ شَيْئًا ط (النور : ٥٥)

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি পূর্ববর্তী লোকদের যেভাবে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তোমাদেরকেও তেমনি প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। আল্লাহ তাদের জন্য যে দীনকে মনোনীত করেছেন সে দীনকে তাদের জন্য দৃঢ় ভিত্তির ওপর কায়েম করে দিবেন এবং তাদের বর্তমান ভীতিজনক অবস্থাকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত

করবেন। তারা যেন শুধু আমার দাসত্ব করে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে।"—(সূরা আন নূর ঃ ৫৫)

মুসলমানরা যখনই আল্লাহর দীনকে আঁকড়ে ধরবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি আরোপিত বিধি-নিষেধ মেনে চলবে, হারাম বস্তু থেকে দূরে অবস্থান করবে এবং তাঁর শরীয়াত অনুযায়ী ফায়সালা করবে, তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন, শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি যোগাবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য সাফল্য, সৌভাগ্য এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ধারিত করে দেবেন। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ

"সত্যিকার নিরাপত্তা ও শান্তি তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নিজের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি। তারাই সত্যিকার সৎপথ প্রাপ্ত।"—(সূরা আল আনআম ঃ ৮২)

ঈমান যখন সাধারণ বা ব্যাপক অর্থে বলা হয়, তখন তার মধ্যে আল্লাহ ও তার রাসূলের সমস্ত আদেশ এবং সমস্ত নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে তার অর্থ দাঁড়ায়, তারা একত্ববাদের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহর হক আদায় করেছে এবং হারামসমূহ থেকে দূরে অবস্থান করছে। তাই দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই তাদের জন্য রয়েছে শান্তি, নিরাপত্তা ও হিদায়াত। তারা যদি সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে শত্রুরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু তারা যদি কোন হারাম কাজে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি অমনোযোগী হয় তাহলেই তারা বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সৃষ্টিকূলের সেরা। ওহুদ যুদ্ধের দিন তীরন্দাজদের নবী (সা) যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তারা যখন তা পালন করতে ব্যর্থ হলো তখন শত্রু তাদের ওপর চড়াও হলো এবং মুসলমানরা পরাজয় ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হলো। তারা অনেকেই নিহত ও আহত হলো। মহান আল্লাহ এর কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ

وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ط (ال عمران : ١٥٢)

"আল্লাহ তোমাদেরকে (সাহায্য-সহযোগিতার) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি পূর্ণ করেছেন। শুরুতে তাঁর নির্দেশে তোমরাই তাদেরকে হত্যা

করছিলে। কিন্তু তোমরা যখন দুর্বলতা প্রদর্শন করলে, নিজেদের কাজে পরস্পর মতানৈক্য প্রকাশ করলে এবং যা তোমাদের অতিব প্রিয় ছিল, আল্লাহ যেই মাত্র তা দেখালেন, তোমরা তোমাদের নেতার নির্দেশ লংঘন করে বসলে।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫২)

অর্থাৎ তিনি কাফেরদেরকে তোমাদের ওপর ক্ষমতা ও প্রাধান্য দান করলেন। সারকথা হলো, ব্যক্তি ও রাষ্ট্র হিসেবে ঈমানদারদের কর্তব্য হলো আল্লাহর দীনের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা, তাঁর শরীয়াতকে আঁকড়ে ধরা, কথা, কাজ ও আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে তাঁর 'হুদুদ' মেনে চলা এবং এরই আলোকে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা কিংবা ভালবাসা ও ঘৃণা পোষণ করা। এটাই মহান আল্লাহর সাহায্য ও সৌভাগ্যলাভের পথ। মুসলমানগণ যদি এ নীতি অনুসরণ করে তাহলে শত্রুরা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لاَيَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ (ال عمران : ١٢٠)

"যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করছে আল্লাহ তা সবই জানেন।—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১২০)

মুসলমানদের অবহেলা ও অবজ্ঞার কারণেই তাদের ওপর বিপদ আসে। যখন তারা আল্লাহর কোন আদেশকে অবহেলা করে কিংবা তাদেরকে যে ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে তা পরিত্যাগ করে কিংবা যে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে তা পরিত্যাগ করে তখনই তারা বিপদগ্রস্ত হয় এবং শত্রু তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বসে। তাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (الانفال : ٦٠)

"যতদূর সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে প্রস্তুতি গ্রহণ করো।"

সতর্কতা ও সদা তৎপর থাকা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ (النساء : ٧١)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা প্রস্তুত থাকো।—(সূরা আন নিসা ঃ ৭১)

মুসলমানরা যখনই আল্লাহর আদেশ অবহেলা করেছে এবং হারাম কোন কাজে লিপ্ত হয়েছে তখনই তারা বিপদগ্রস্ত হয়েছে এবং শত্রু তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। আল্লাহ যেন মুসলিম জাতি ও সরকারসমূহকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করেন তাদের হৃদয়-মন ও কর্মকান্ড পরিশুদ্ধ করেন এবং আল্লাহর শরীয়াত প্রতিষ্ঠা ও তার ওপর টিকে থাকার সুযোগ দান করেন।

আল ইসলাহ : বেশ কিছু আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের চরমপন্থী, সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী বলে অভিহিত করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

ইবনে বায : এ কারণে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের ন্যায় ও সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর আহ্বানকারী কোন কোন ব্যক্তির রয়েছে জ্ঞানের অভাব, আবার কারো কারো দাওয়াতী পদ্ধতিতেও ত্রুটি রয়েছে। প্রতিটি মানুষকে তার গোনাহর জন্য পাকড়াও করা হবে। যখনই সে কোন বিষয়ে অবহেলা বা গাফলতি করবে তখনই আরো অধিক উত্তম জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিবে এবং কিভাবে আদেশ করবে কিভাবে নিষেধ করবে আর কিভাবে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবে তা জেনে নেবে যাতে তা আল্লাহর পথে আহ্বান থেকে বিরত থাকা বা দাওয়াতী কর্মকান্ডকে অচল করে দেয়ার কারণ না হয়।

তাই আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর অবশ্যই অন্তর্দৃষ্টি থাকতে হবে।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ قف عَلٰى بَصِيْرَةٍ ـ

"বলো, এটাই আমার পথ। আমি অন্তর্দৃষ্টি সহ আল্লাহর দিকে আহ্বান করি।"—(সূরা ইউসুফ : ১০৮)

অতএব, তাকে জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, দূরদর্শী হতে হবে, দীন সম্পর্কে এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকার হতে হবে। যাতে সে জ্ঞানের কথা বলতে পারে এবং তিক্ততা ও কঠোরতা বর্জন করে সুন্দর পন্থায় দূরদর্শিতা সহ আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতে পারে। আল্লাহ বলেন :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط (النحل : ١٢٥)

"(হে নবী,) তোমার রবের পথের দিকে আহ্বান জানাও হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং সর্বোত্তম পন্থায় মানুষের সাথে বিতর্ক করো।"
—(সূরা আন নাহল : ১২৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص (ال عمران : ١٥٩)

"এটা আল্লাহর একটা বড় রহমত যে, তুমি তাদের জন্য অত্যন্ত নম্র মেজাজ হয়েছো। তুমি যদি রুক্ষ স্বভাব ও কঠোর হৃদয় হতে তাহলে তারা তোমার সাহচর্য থেকে সরে যেতো।"—(সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

আল্লাহর পথে আহ্বানকারী যদি দৃঢ়তা ও ধৈর্য অবলম্বন করে তাহলে তার মর্যাদাহানি করা, তাকে বাধাদান করা বা অনুরূপ কাজ করার জন্য যারা প্রচেষ্টা চালাবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

সুতরাং তার কর্তব্য হলো, আল্লাহকে ভয় করা, তাঁকে স্মরণে রাখা এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখাসমূহ মেনে চলা যাতে তা দাওয়াতের পথ সংকীর্ণ করে না দেয় এবং তাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এবং তিনি যেন বুদ্ধিমত্তা, উত্তম কথা ও উত্তম পন্থায় শরীয়াতের পথে চলতে পারেন এবং কারো সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে না হয়। তিনি খারাপ কাজ প্রত্যাখ্যান করবেন ভাল কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাবেন। এবং ব্যক্তিগতভাবে কারো সমালোচনা না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে সমালোচনা করেছেন সেভাবে করবেন। যেমন তিনি বলতেন : মানুষের কি হয়েছে যে তারা অমুক অমুক কাজ করছে।

আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ন্যায় ও সত্য তুলে ধরতে ও সেদিকে আহ্বান জানাতে যত্নবান হবে। তেমনি অন্যায় ও অকল্যাণকে তুলে ধরতে এবং সে বিষয়ে সতর্ক করে দিতেও যত্নবান হবে। সাথে সাথে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এবং সরকার প্রধানদের সমালোচনা থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন। তাঁর উদ্দেশ্য হবে অন্যায় ও অসত্যকে অস্বীকার করা এবং ন্যায় ও সত্যের দিকে আহ্বান জানানো।

সংবাদপত্র ও সাময়িকী

আল ইসলাহ ঃ বহু সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকা ইসলাম নিয়ে উপহাস করে এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের সমালোচনা করে কিন্তু আল্লাহদ্রোহী অপরাধী এবং ইসলাম বিরোধী শিল্পীদের দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করে এবং বে-পর্দা নারীদের ছবি প্রকাশ করে। এসব পত্র-পত্রিকা ক্রয়-বিক্রয় ও তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি ?

ইবনে বায ঃ যেসব সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকা এ ধরনের কাজ করে অর্থাৎ যৌন উত্তেজক ছবি প্রকাশ করে, দাওয়াতী কর্মে নিয়োজিত লোকদের গালি দেয়, দাওয়াতের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়ায় কিংবা নাস্তিকতামূলক বা অনুরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করে সেসব সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকাকে বয়কট করা কর্তব্য। ঐসব পত্র-পত্রিকা ক্রয় করা যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের উচিত ঐসব পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া। কারণ, তা সমাজ ও মুসলমান উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। মুসলমানদের কর্তব্য তা ক্রয় না করা, প্রচার-প্রসার না ঘটানো, তা পরিহার করার জন্য আহ্বান জানানো এবং ক্রয় না করা ও সমর্থন না জানানোর জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা। আর যারা ঐগুলো নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা রাখেন তাদের কর্তব্য তা নিষিদ্ধ করা বা পরিবর্তন ঘটিয়ে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করা। যাতে অকল্যাণ দূরীভূত হয় এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল ইসলাহ ঃ কিছু কিছু ছাত্র জ্ঞানার্জন ও সুযোগ-সুবিধার কথা বলে আল্লাহর পথে দাওয়াত ও আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার (ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ)-এর কাজকে গুরুত্ব দেয়। তাদের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি ?

ইবনে বায ঃ যাদের কাছে জ্ঞান আছে তাদের কর্তব্য মানুষকে সাধ্যমত আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান করা। যাদের আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি আছে জ্ঞানানুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা তাদের কর্তব্য।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ قف عَلٰى بَصِيْرَةٍ ـ (يوسف : ١٠٨)

"তুমি তাদের বলে দাও, এটাই আমার পথ, আমি আল্লাহর পথে আহ্বান জানাই। আমি পূর্ণ আলোতে আমার পথ দেখছি।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮)

না জেনে-শুনে কোন কিছু বলাকে আল্লাহ সর্বোচ্চ হারামের মধ্যে গণ্য করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ○ (لاعراف : ٣٣)

"হে নবী, তুমি বলো ঃ আমার রব হারাম করেছেন তাহলো ঃ অশ্লীল কাজ তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য, গোনাহর কাজ, ন্যায় ও সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আল্লাহর সাথে শিরক করা—যার সপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সনদ নেই এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে এমন কথা বলা, যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।"—(সূরা আল আরাফ ঃ ৩৩)

সত্যিকার জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে কোন কিছু বলা যে শয়তানের নির্দেশেই হয়ে থাকে সে কথাও তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا ز وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ○ اِنَّمَا يَامُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ○ (البقرة : ١٦٨-١٦٩)

"হে মানব সমাজ! পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র জিনিস যা আছে তা খাও এবং শয়তানের প্রদর্শিত পথে চলো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তোমাদের খারাপ ও অশ্লীল কাজের আদেশ দেয় আর যে কথা আল্লাহ বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই এমন কথা বলার জন্য সে তোমাদেরকে প্ররোচিত করে।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৮-১৬৯)

অতএব, যাদের জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি আছে তারা আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় মানুষকে তাঁর পথের দিকে আহ্বান জানাবে।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ - (النحل : ١٢٥)

"তোমার রবের পথের দিকে হিকমতের সাথে আহ্বান জানাও।"

জ্ঞান হিকমতের অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উক্তি থেকে প্রমাণিত। আর উত্তম উপদেশ অর্থ জান্নাত, পুরস্কার, সৌভাগ্য ও সুন্দর পরিণাম সম্পর্কে আশাবাদ শুনানো। আর যারা অবশ্য পালনীয় আদেশ-নিষেধ পরিত্যাগ করে কিংবা হারাম কাজ করে তাদেরকে আল্লাহর আযাব ও গযব সম্পর্কে

ভীতি প্রদর্শন করা। এরপর আল্লাহ বলেছেন ঃ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ "উত্তম পন্থায় তাদের মোকাবিলা করো।" অর্থাৎ বিতর্কের পদ্ধতি হবে উত্তম। তাছাড়া তাদের সন্দেহ নিরসন করতে হবে এবং ন্যায় ও সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ق اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ-

"আর উত্তম পন্থা-পদ্ধতি ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। তবে তাদের জালেমদের সাথে।"—(সূরা আনকাবূত ঃ ৪৬)

আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে এ ধরনের আচরণই করতে হবে। কারণ, উত্তম পন্থায় বিতর্ক ন্যায় ও সত্যকে গ্রহণ এবং তার সামনে মাথানত করার কারণ হয়। কিন্তু রূঢ়তার কারণে ন্যায়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং তা গ্রহণ না করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর কর্তব্য হলো, আল্লাহ কর্তৃক তার বান্দার জন্য নির্ধারিত এই পদ্ধতির প্রতি যত্নবান হওয়া ও সে অনুসারে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া। আল্লাহ বলেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص (ال عمران : ١٥٩)

"এটা আল্লাহর একটা বড় রহমত যে, তুমি তাদের জন্য অত্যন্ত নম্র মেজাজ হয়েছো। তুমি যদি রুক্ষ স্বভাব ও কঠোর হৃদয় হতে তাহলে তারা তোমার সাহচর্য থেকে দূরে সরে যেতো।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

এভাবে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর উচিত ন্যায় ও সত্য বলা, তা প্রচার করা এবং সে জন্য ধৈর্যধারণ করা। তবে তা হতে হবে সুন্দর পন্থায়, জ্ঞানের সাথে এবং উত্তম বিতর্কের মাধ্যমে, রূঢ়তা ও কঠোরতার মাধ্যমে নয় কিংবা অমুক বা অমুকের সাথে বিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে নয়। শুধু যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা হককে প্রকাশ করবে এবং সেদিকে আহ্বান জানাবে এবং অনুরূপ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বাতিলকে তুলে ধরবে এবং তা বর্জন করার জন্য আহ্বান জানাবে। উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার ও সৌভাগ্য লাভ করা, প্রদর্শনী করা বা খ্যাতি অর্জন করা নয়। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত লাভ করাই হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য।

আল ইসলাহ ঃ বিশেষ করে আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সহযোগিতাদানকে কেউ কেউ নতুন বিদআত বলে আখ্যায়িত করে থাকেন, এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি ?

ইবনে বায ঃ আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে এবং কল্যাণকর কাজে সাহায্য-সহযোগিতা একান্তভাবেই কাম্য। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص

"নেকী ও কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করো।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ২)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهٖ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করে আল্লাহ্ তার অভাব পূরণ করেন।"

আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْعَصْرِ ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ (العصر: ١-٣)

"কালের শপথ। মানুষ প্রকৃতপক্ষে বড় ক্ষতির মধ্যে পড়ে আছে। কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে এবং একে অপরকে ন্যায় ও সত্য কাজের উপদেশ ও ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছে।"–(সূরা আল আসর ঃ ১-৩)

যখনই কোন দল আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজে বের হবে, যে কোন দেশ বা স্থানেই হোক না কেন নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করতে হবে। এটি অত্যন্ত উত্তম কাজ। আল্লাহর পথে দাওয়াত ও শিক্ষাদানের জন্য আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক গোত্রের জন্য সত্তরজন কুরআন পাঠকারীকে পাঠিয়েছিলেন।

সুতরাং আল্লাহর পথে দাওয়াত ও মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর অর্থ তারা যেন সহযোগিতা দান করে, একে অপরকে উৎসাহিত করে এবং যে জ্ঞানার্জন ও আমল ওয়াজিব তা পরস্পর আলোচনা করে ও তার প্রতিফলন ঘটায়। এর মধ্যে প্রভূত কল্যাণ বিদ্যমান। তবে ন্যায় ও সত্যকে যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিন্দনীয় পদ্ধতি সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে এবং কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করতে হবে যা হককে

সুস্পষ্ট করে দেবে, তার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবে এবং বাতিল সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে। এ ধরনের সহযোগিতাই কাম্য। তবে তা শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হবে, তাতে কোন প্রকার প্রদর্শনীর মনোভাব ও খ্যাতির আকাংখা থাকবে না এবং তা জ্ঞান ও দূরদর্শিতা ভিত্তিকও হতে হবে।

আল ইসলাহ ঃ ময়দানে এমন লোকও আছে যারা বলে হুযায়ফা বর্ণিত হাদীসে যেসব দল থেকে দূরে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে—ইখওয়ান, তাবলীগ জামায়াত ও প্রাচীন পন্থী ইসলামী দলসমূহ। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?

ইবনে বায ঃ "হযরত হুযায়ফা যখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মধ্যে ডুবে ছিলাম। অতপর আল্লাহ্ আমাদের এই কল্যাণ (ইসলাম) দান করলেন। এই কল্যাণের পরে কি কোন অকল্যাণ আছে ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হাঁ। হুযায়ফা বললেন ঃ ঐ অকল্যাণের পরে কি কোন কল্যাণ আছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তবে তাতে থাকবে দীন সম্পর্কে দুর্বলতা। আমি বললাম, দীন সম্পর্কে দুর্বলতা কি ? তিনি বললেন ঃ মানুষ আমার পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ অনুসরণ করবে। তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয়টিই তুমি প্রত্যক্ষ করবে। আমি বললাম ঃ অতপর এ কল্যাণের পরও কি পুনরায় অকল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আসবে। জাহান্নামের দরজায় কতেক আহ্বানকারী থাকবে যে তাদের আহ্বানে সেদিকে সাড়া দিবে তারা তাকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমাদেরকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তারা আমাদেরই গোত্রের লোক হবে এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে। অর্থাৎ তারা হবে আরব। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, সেই অবস্থার জন্য আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বললেন ঃ তখন অবশ্যই মুসলমানদের জামায়াত ও মুসলমানদের ইমামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আমি বললাম ঃ সেই অবস্থায় যদি মুসলমানদের কোন জামায়াত বা ইমাম না থাকে ? তিনি বললেন ঃ ঐসব ফিরকা থেকে দূরে অবস্থান করবে যদিও গাছের শিকড় দাঁতে কামড়িয়ে থাকতে হয়। প্রয়োজনে মৃত্যু অবধি এই অবস্থায় থাকতে হবে।"

এই মহান হাদীস আমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে একথাই তুলে ধরে যে, মুসলমানদের কর্তব্য মুসলমানদের জামায়াতকে আঁকড়ে ধরে থাকা এবং তার সাথে সহযোগিতা করা তা আরব, মিসর, সিরিয়া, ইরাক, আমেরিকা, ইউরোপ

বা অন্য যে কোন স্থানেই হোক না কেন। মুসলমান যখনই দেখবে কোন দল ন্যায় ও সত্যের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে তখনই তাতে শামিল হয়ে ন্যায় ও দূরদৃষ্টির সাথে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, উৎসাহ দিবে এবং দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবে। আর আদৌ যদি এ ধরনের কোন দল না পায় তাহলে সে একাই ন্যায় ও সত্যকে আঁকড়ে থাকবে। সে ক্ষেত্রে সে একাই একটি দল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমর ইবনে মায়মুনকে এ বিষয়টিই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ হে আমর, একা হলেও তুমিই জামায়াত। তুমি একাই যদি ন্যায় ও সত্যের অনুসারী হও তা হলে সেটিই জামায়াত। তাই মুসলমানের কর্তব্য হলো, ন্যায় ও সত্যকে অনুসন্ধান করা।

ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ কিংবা যে কোন স্থানেই হোক না কেন সে যদি ন্যায় ও সত্য, আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত ও পবিত্র আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান জানায় এমন কোন ইসলামী কেন্দ্র কিংবা দলের সন্ধান পায় তাহলে যেন তাদের সাথে মিলে-মিশে কাজ করে এবং ন্যায় ও সত্যের অনুসন্ধান এবং ধৈর্য অবলম্বন করে। এটাই মুসলমানদের কর্তব্য। শেষ যুগে কেবল এ ধরনের কোন রাষ্ট্র বা দল পাওয়া যাবে না। কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ, বর্তমানে তা পাওয়া যাবে। বর্তমানে আরব উপদ্বীপে তা আছে। এখানে ন্যায় ও সত্যের অনুসারী এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতি আহ্বানকারী দল আছে। ন্যায় ও সত্যের প্রতি আহ্বানকারী জ্ঞানী ও পন্ডিতদের সমন্বয়ে গঠিত দল এখানে আছে। আরো বহু স্থানে সুন্নাতের প্রতি আহ্বানকারীরা আছেন। মিসর, সিরিয়া, ইরাক তথা প্রত্যেক স্থানে সুন্নাত এবং ন্যায় ও সত্যের সাহায্যকারী এবং জ্ঞান ও পান্ডিত্যে সুবিখ্যাত মর্যাদাবান উলামায়ে কিরাম আছেন। সুন্নাতের অনুসারী অর্থাৎ যারা মানুষকে ন্যায় ও সত্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও সালফে সালেহীনদের আকীদা, আল্লাহর একত্ব ও তাঁর প্রতি নিষ্ঠা, তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর দীনকে অনুসরণের ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বনের আহ্বান জানায় তারা এসব উলামাদের সাথে থাকবে। অবশ্য তাঁদের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম। বর্তমানে এরূপ কাজে তৎপর আছে আমেরিকা, ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলের কতিপয় ইসলামী কেন্দ্র। ইসলামের অনুসারীদের উচিত এ সবের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া, সহযোগিতা করা এবং সর্বক্ষণ তৎপর থাকা। তাদের সংখ্যা যদি দুই বা তিনও হয় এবং পৃথিবীর কোন নিভৃত কোণে তারা কর্মতৎপর থাকে তবুও তাদেরকে ন্যায় ও সত্যের খাতিরে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। আর যেটাকে ন্যায় ও সত্য বলে সে জানে তা কায়েম করার জন্য

বা তার প্রচার ও প্রসারের জন্য সে একজনকেও না পায় তাহলে সে ক্ষেত্রে পৃথিবীর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ যেখানেই ন্যায় ও সত্যপন্থী দল থাক না কেন তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে কাজ করবে। যদি এক বা দু'জন লোকও হকপন্থী হয় তাহলে তার সাথে থেকে হককে সাহায্য ও সমর্থন করবে।

আল ইসলাহ ঃ যারা এসব ইসলামী দলকে জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী ফিরকা বলে আখ্যায়িত করে এবং বলে যে, নবী (সা) এদের পরিহার করে চলতে বলেছেন, আপনার কথায় বুঝা যায় তাদের বক্তব্য ঠিক নয়?

ইবনে বায ঃ যারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের দিকে আহ্বান জানায় তারা পথভ্রষ্ট নয়, বরং মুক্তিপ্রাপ্ত। তারাই ন্যায় ও সত্যের অনুসারী এবং হিদায়াতের দিকে আহ্বানকারী। তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলে তাতে কিছু আসে যায় না। তাদের কেউ সিরিয়ায়, কেউ আমেরিকায়, কেউ মিসরে, কেউ আফ্রিকার দেশসমূহে এবং কেউ এশিয়ায় থাকতে পারে। তাদের বহুসংখ্যক দল থাকতে পারে। দেখতে হবে তাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং আকীদা-বিশ্বাস কি। তারা যদি তাওহীদের পথে থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং আল্লাহ, কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত আমাদেরকে যে দীন দিয়েছে তার ওপর দৃঢ়পদ থাকে তাহলে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও তারাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। তবে শেষ যুগে অনেক সময় এসব লোকের সংখ্যা হবে নিতান্তই নগণ্য। মোটকথা এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। আল্লাহর কিতাব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত, আল্লাহর একত্ব ও তাঁর শরীয়াতের অনুসরণের প্রতি আহ্বানকারী কোন মানুষ বা দল যদি পাওয়া যায় তবে তারাই একমাত্র হকপন্থী জামায়াত এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকা। আর যারা আল্লাহর কিতাব কিংবা রাসূলের (সা) সুন্নাত ছাড়া মানুষকে অন্য কিছুর প্রতি আহ্বান জানায় তারা একমাত্র হকপন্থী জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং পথভ্রষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ফিরকা। মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকা তারাই, যারা কিতাব ও সুন্নাতের প্রতি আহ্বানকারী। তাদের একটি দল এখানে ও একটি দল সেখানে এবং একটির নাম "আনসারুস সুন্নাহ" ও আরেকটির নাম "ইখওয়ানুল মুসলিমীন" অন্যটির নাম অন্য কিছু হওয়াতে কোন ক্ষতি নেই যদি তাদের লক্ষ্য ও আকীদা-বিশ্বাস এক হয়। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আকীদা ও আমল। যদি তারা কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে ন্যায় ও সত্য, আল্লাহর একত্ব ও তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং তাঁর রাসূলের (সা)

অনুসারী হয় তবে নামের বিভিন্নতায় কোন ক্ষতি নেই। তবে তাদের কর্তব্য সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করা। তারা সত্যের অনুসারী হলে কথায় ও কাজে কিতাব ও সুন্নাতকে অনুসরণ করবে এবং তার বাস্তবায়ন ঘটাবে। সে ক্ষেত্রে কোন দলের নাম আন সারুস সুন্নাহ, কোনটির নাম ইখওয়ানুল মুসলিমীন, আবার কোনটির নাম অমুক জামায়াত বা অমুক জামায়াত হওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। কোন জামায়াত যদি কোন বিষয়ে ভুল করে তাহলে তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। অর্থাৎ কোন জামায়াত যদি ধর্মীয় কোন বিষয়ে ভুল করে বসে, তাহলে অন্য জামায়াতগুলো তাকে সতর্ক করে দেবে। এ কারণে তাদেরকে পরিত্যাগ করবে না। নেকী ও তাকওয়ার কাজে তাদেরকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। তাই যদি তারা ভুল করে আমরা সতর্ক করে দেব। যদি তারা এমন কোন বিষয় ভুল করে যা আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরযকৃত বা নিষিদ্ধ তাহলে নম্রতার সাথে কৌশলে সর্বোত্তম পন্থায় শরীয়াতের যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হবে যাতে তারা সত্যকে মেনে নিতে ও গ্রহণ করতে পারে এবং তার প্রতি কোন ঘৃণা সৃষ্টি না হয়। এটা অত্যাবশ্যক করণীয়। সুতরাং ইসলামের অনুসারীদের কর্তব্য হচ্ছে নেকী ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করা। অন্যথায় লাঞ্ছিত হতে হবে এবং দুশমন তাদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

বিরোধীদের প্রতি ন্যায় বিচার

আল ইসলাহ : কেউ কেউ বলেন : বিরোধীদের প্রতি ন্যায় বিচার করা শরীয়াত নির্দেশিত কোন বিষয় নয়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

ইবনে বায : বন্ধু ও শত্রু উভয়ের প্রতি ন্যায় বিচার ও ইনসাফ করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন :

وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ○(الحجرات : ٩)

"ন্যায় বিচার করো। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীকে ভালবাসেন।"

তিনি আরো বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ (النحل : ٩٠)

"আল্লাহ ন্যায় বিচার ও দয়াদ্র ব্যবহার করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।"

এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি শত্রু, মিত্র, ঈমানদার ও কাফির সবার সাথে ন্যায় বিচার ও ইহসান করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। সুতরাং প্রত্যেকের প্রতি অবশ্যই

ন্যায় বিচার করতে হবে। তার জন্য কোন অবস্থাতেই জুলুম ও সীমালংঘন বৈধ নয়, বরং ন্যায় বিচার করা ওয়াজিব। কাফেরকে ন্যায় ও সত্য গ্রহণের জন্য যদি আহ্বান জানানো হয় আর সে জিদের বশবর্তী হয়ে তা আঁকড়ে থাকতে চায় তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যেতে পারে। কিন্তু আহ্বান না জানিয়ে লড়াই করা যাবে না। কারণ, তা জুলুম। এ কারণে প্রথমে তার কাছে ন্যায় ও সত্যের শিক্ষা তুলে ধরতে হবে এবং তারপর আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান জানাতে হবে। এরপরও যদি সে কুফরকে আঁকড়ে থাকতে পীড়াপীড়ি করে তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই ও জিহাদ করতে হবে। অনুরূপ বিবদমান দুই পক্ষ তার কাছে ফায়সালার জন্য আসলে ন্যায় বিচার ও শরীয়াতের বিধানের আলোকে তাদের বিবাদের মিমাংসা করে দেবে। এ ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের একজন কাফের ও অন্যজন মু'মিন কিংবা ফায়সালা যার অনুকূলে হলো সে কাফের হলেও কিছু এসে যায় না। উদাহরণ স্বরূপ কোন কাফের যদি কোন মুসলিমের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে এবং প্রমাণ পেশ করে দাবী করে যে, মুসলিম ব্যক্তিটি তার অমুক জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছে তাহলে বিচারক মুসলিম ব্যক্তির বিপক্ষে রায় ঘোষণা করবেন। সুতরাং ন্যায় বিচার করা ওয়াজিব। তাই আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা ন্যায় বিচার করো। আল্লাহ্ ন্যায় বিচারককে ভালবাসেন।" - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَلْمُقْسِطُوْنَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الاَبْنَيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ اَوْ قَالَ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ وَهُمُ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُّوْا ـ

"কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারকারীরা নূরের মঞ্চে উপবিষ্ট থাকবেন। নবী ও শহীদগণও তাদেরকে ঈর্ষা করতে থাকবেন। তারা সেইসব লোক যারা ন্যায় বিচার ও ইনসাফ করে মানুষের মধ্যে, নিজের পরিবারে এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের ক্ষেত্রে।"

প্রতিনিধি সভা

আল ইসলাহ ঃ যেসব দেশ আল্লাহ প্রদত্ত শরয়ী বিধান দ্বারা পরিচালিত নয় সেসব দেশের প্রতিনিধি সভা ও পার্লামেন্টে প্রবেশ এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনে উলামা ও ইসলামী দাওয়াতের কর্মীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে অধিকাংশ ছাত্র প্রায়ই প্রশ্ন করে থাকে। এ বিষয়ে ইসলামের নীতি কি ?

ইবনে বায ঃ এ ধরনের পার্লামেন্ট, প্রতিনিধি পরিষদ ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ অত্যন্ত বিপজ্জনক। তবে যে ব্যক্তি ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা, মানুষকে কল্যাণকর্মের দিকে আকৃষ্ট করা এবং বাতিল প্রতিরোধ করার নিয়তে প্রবেশ করবে আমি তাতে ক্ষতির কিছু দেখি না। কারণ, এ ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য পার্থিব লোভ কিংবা অর্থ নয়, বরং আল্লাহর দীনকে সাহায্য করা, ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করা এবং বাতিলকে পরিত্যাগ করাই মূল উদ্দেশ্য। এরূপ করাই বরং কর্তব্য। যাতে এসব পার্লামেন্ট বা পরিষদ ভাল লোক ও ভাল কাজ শূন্য না হয়। অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি এই নিয়তে পার্লামেন্টে প্রবেশ করে যে, সে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে সংগ্রাম করলে এবং বাতিলকে পরিত্যাগ করার আহ্বান জানালে আল্লাহ্ পাক হয়তো তার দ্বারা কল্যাণ সাধন করতে পারেন এবং শরীয়াতের বিধি-বিধান কার্যকর হতে পারে তাহলে আল্লাহ্ তাকে পুরস্কৃত করবেন। আর যদি পার্থিব স্বার্থ ও মোটা বেতনের লোভে প্রবেশ করে তাহলে তা জায়েয হবে না। সুতরাং তার প্রবেশ হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ, ন্যায় ও সত্যকে সাহায্য করা এবং যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে। যাতে এসব পার্লামেন্ট ও পরিষদ ন্যায় ও সত্যের দিকে ফিরে আসে।

আল ইসলাহ ঃ উপদেশ কখন প্রকাশ্যে এবং কখন গোপনে দিতে হবে?

ইবনে বায ঃ এ ক্ষেত্রে যা যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকর উপদেশদাতা সেটাই গ্রহণ করবেন। তিনি যদি মনে করেন গোপনে উপদেশ দিলে সেটাই সর্বাধিক উপকারী হবে, তাহলে তিনি গোপনে উপদেশ দিবেন। আর যদি তিনি মনে করেন, প্রকাশ্যে উপদেশ দিলে তাই বেশী উপকারী হবে, তাহলে তিনি প্রকাশ্যেই উপদেশ দান করবেন। তবে গোনাহ্ বা অপরাধের কাজটি যদি গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে উপদেশ দানও গোপনে হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সর্ব সমক্ষে তাকে উপদেশ দিয়ে লাঞ্ছিত না করে শুধু দু'জনের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে গোনাহ্র কাজটি যদি সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যে হয় যেমন কোন প্রকাশ্য মজলিসে কেউ মদ্য পান করে তাহলে তাকে বলতে হবে ঃ ভাই, এটা জায়েয নয়। কিংবা কেউ যদি প্রকাশ্য মজলিসে মদ্য পানের জন্য আহ্বান জানায় তাহলে তার সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং প্রতিবাদ জানাতে হবে। তবে কারো কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ার বিষয় যদি জানা যায় যেমন ঃ সে মদ্য পান করে, কিংবা সুদের কারবার করে তাহলে তাকে একাকী ব্যক্তিগতভাবে গোপনে উপদেশ দান করতে হবে। কেউ যদি কোন মজলিসে

প্রকাশ্যে কোন খারাপ বা মন্দ কাজ করে আর আপনি ও অন্যসব লোক তা দেখতে পান এবং তারপরও নির্বিকার থাকেন তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় আপনি সেই অন্যায় কাজটিকে মেনে নিলেন। সুতরাং আমরা যদি কোন মজলিসে দেখতে পাই যে, সেখানে মদ্য পান চলছে কিংবা পরচর্চা করা হচ্ছে অথবা অনুরূপ প্রকাশ্য কোন গোনাহর কাজ চলতে থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, ভাই, এ কাজ জায়েয নয়। কারণ, সেটি অন্যায় ও অবৈধ কাজ। এ ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কথা না বলে এবং ভাল কাজের দিকে আহ্বান না জানিয়ে চুপ থাকবেন না।

রাজনীতি

আল ইসলাহ ঃ উলামা এবং দায়ীদের জন্য কি রাজনৈতিক ময়দানেও আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ইসলামের নীতি কি ?

ইবনে বায ঃ আল্লাহর পথে দাওয়াতের বিষয়টি গন্ডিবদ্ধ নয়, বরং অবাধ ও সীমাহীন। যে কোন ক্ষেত্রেই তা চলবে। আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধের ব্যাপারটিও তাই। তবে তা করতে হবে সুকৌশলে, উত্তম পন্থায় ও উত্তম কথায়, রূঢ়তা ও কঠোরতা দ্বারা নয়। তাই প্রতিনিধি সভায় যেমন দাওয়াতের কাজ চলবে, তেমনি চলবে মসজিদে, জনসমাবেশে ও বন্ধু-বান্ধবদের পারস্পরিক সাক্ষাতে। সুতরাং যার জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি আছে তাকে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে এবং কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দিতে হবে। তবে তা যেন রূঢ়তা, কঠোরতা, তিরস্কার ও লাঞ্ছনা দেয়ার মাধ্যমে না হয়, বরং উত্তম পন্থা ও কথার মাধ্যমে হয়।

কারো দ্বারা কোন নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হলে তাকে নম্র ভাষায় বলতে হবে ঃ হে আল্লাহর বান্দা, এটা তো জায়েয নয় ; বা ভাই, আল্লাহ্ আপনাকে তাওফীক দান করুন এটা জায়েয নয়। আল্লাহ এ বিষয়ে এই নির্দেশ দান করেছেন আর আল্লাহর রাসূল এই নির্দেশ দান করেছেন। এ ধরনের পন্থা শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ (النحل : ١٢٥)

"হিকমতের সাথে আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান জানাও।"

অর্থাৎ জ্ঞান ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান জানাও এবং সর্বোত্তম কথায় তাদের সাথে যুক্তিতর্কে অবতীর্ণ হও। এটাই আল্লাহর পথ।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص (ال عمران :١٥٩)

"আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের জন্য বিনম্র হয়েছো। তুমি যদি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতে তাহলে সবাই তোমার সাহচর্য থেকে দূরে সরে যেতো।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

সুতরাং আল্লাহর পথে আহ্বানকারী যদি কোন অন্যায় সংঘটিত হতে দেখে তাহলে যে ক্ষেত্রে সম্ভব সে ক্ষেত্রে নিজে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার পরিবর্তন ঘটাবে। যেমন ঃ স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি কিংবা তার অধীনস্ত কোন সংস্থার কর্মচারীর ক্ষেত্রে। কিন্তু যেখানে ক্ষমতা ও প্রভাব খাটানো সম্ভব নয়, সেখানে উপরস্থ কর্মকর্তাকে তা অবহিত করবে।

দাওয়াত ও আনুগত্য

আল ইসলাহ ঃ আমরা একই সাথে "আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার" এর কাজ এবং মুসলিম কর্তৃপক্ষের আনুগত্যের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে করবো ? কারণ, "আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার"এর কাজ শরীয়াত নির্ধারিত ওয়াজিবের আওতাভুক্ত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এর কাজ করার সুযোগ দিতে চান না।

ইবনে বায ঃ মানুষ সাধ্যানুসারে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' (ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ)-এর কাজ করবে এবং কর্তৃপক্ষের জন্য তাওফীক, হিদায়াত, বিশুদ্ধ নিয়াত ও আমলের জন্য দোয়া করবে। কেননা, আল্লাহ নিজে তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ (التوبة : ٧١)

"ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা একে অপরকে ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করে।"—(সূরা আত তাওবা ঃ ৭১)

কারো যদি জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি থাকে এবং স্থান ও কাল বিবেচনায় যদি তার পক্ষে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা সম্ভব হয় তাহলে তাকে তা করতে হবে। তবে এজন্য জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে কর্তৃপক্ষের জন্য তাওফীক, হিদায়াত, নিয়তের বিশুদ্ধতা, আমল ও সৎপরামর্শ-দাতা লাভের জন্য দোয়া করবে, ভাল কাজে সাহায্য করবে এবং নিজের পক্ষেও যতটা সম্ভব আল্লাহর পথে দাওয়াত এবং "আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের" কাজ করবে। তাহলে আল্লাহ তাঁর আদেশ ও নিষেধ বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাহায্য করবেন। আল্লাহ বলেন ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো। لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আল্লাহ সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব কাউকে দেন না।

গোপন আন্দোলন

আল ইসলাহ ঃ প্রয়োজনে গোপন আন্দোলন বা দাওয়াত কি শরীয়াত অনুমোদিত ? সে ক্ষেত্রে এর নীতি-পদ্ধতি কি হবে ?

ইবনে বায ঃ যেসব দেশে ইসলামী আন্দোলনের অনুমতি দেয়া হয় না বরং ইসলামী আন্দোলন নিষিদ্ধ সেসব দেশে যদি কেউ প্রাণের আশংকা করে তাহলে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিবে যাতে তার নিজের এবং ইসলামী আন্দোলনের কোন ক্ষতি না হয়। যেসব মজলিসে দাওয়াতী কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ থাকবে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির সাথে সেসব মজলিসে দাওয়াতী কাজ করতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ قف عَلٰى بَصِيْرَةٍ ـ (يوسف : ١٠٨)

"বলো, এটি আমার পথ। আমি দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।"—(সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮)

সুতরাং এ কাজ কেবল তখনই করা যাবে যখন সে নিশ্চিত হবে যে, বিষয়টি সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যা বলেছেন তা সে সম্যক অবগত আছে। যদি এরূপ অবস্থা ও পরিবেশ বিদ্যমান থাকে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর আরোপিত ওয়াজিব আদায়ের জন্য বন্ধুদের সাথে তাদের বাড়ীতে ও সমাবেশে গোপনে আল্লাহর দীনের দাওয়াত পেশ করবে। কারণ, এ ধরনের প্রচারণামূলক তৎপরতা আল্লাহ তার জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং এ ধরনের দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, এভাবে ন্যায় ও সত্যের প্রসার ঘটবে, মানুষ ন্যায় ও সত্য

সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে এবং হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। কিন্তু জ্ঞানীরাই যদি নীরব ও নিশ্চুপ থাকেন তাহলে মানুষকে ন্যায় ও সত্য এবং হিদায়াতের পথ কে দেখাবে ? মহান আল্লাহ এ বিষয়ে তাঁর কিতাবে তাগিদ করেছেন এবং তাঁর রাসূলও গুরুত্ব দিয়েছেন।

আল ইসলাহ ঃ কোন কোন ইসলামী আন্দোলন ফিকাহ গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে, ফকীহদের তুচ্ছ মনে করে এবং তাদেরকে ঘৃণা করে। তাদের ব্যাপারে কি ভূমিকা হওয়া উচিত ?

ইবনে বায ঃ আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর কর্তব্য হলো আল্লাহকে ভয় করা। অতএব তাদের উচিত ফকীহদের ফিকাহ গ্রন্থসমূহের প্রতি বিদ্রূপ বা ঘৃণা পোষণ না করা। বরং তাদের উচিত পক্ষপাতিত্ব ও অন্ধ অনুকরণকে ঘৃণা করা। তাদের উচিত শরীয়াতের দলীল-প্রমাণ জানতে মানুষকে উৎসাহিত করা, অন্ধ অনুসরণ ও গোঁড়ামির ব্যাপারে সাবধান করা। নানা রকমের ফিকাহর কিতাব রয়েছে। তার মধ্যে কিছু সংখ্যক কিতাবে যত্ন সহকারে দলীল-প্রমাণ ও উলামায়ে কিরামের উক্তি উদ্বৃত করা হয়। আবার এমন কিছু কিতাবও আছে যেগুলো এ বিষয়ে মোটেই যত্নবান নয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কর্তব্য হচ্ছে, যেসব কিতাবে দলীল, ইজমা ও ভিন্ন মত উল্লেখ করা হয় সেগুলো তালাশ করে অধ্যয়ন করা, যাতে ঈমানদার নারী-পুরুষ তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে এবং গোঁড়ামি ও অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে সতর্ক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ঠাট্টা-বিদ্রূপের কোন সুযোগ নেই। বরং শরীয়াতের যুক্তি-প্রমাণের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং গোঁড়ামি ও অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করে দেয়া ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।

আল ইসলাহ ঃ কেউ কেউ বলেন যে, চার মাযহাবের অনুসারীরা বিদআতপন্থী। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি ?

ইবনে বায ঃ এরূপ উক্তি সামগ্রিকভাবে বাতিল ও অবৈধ। চারটি মাযহাবের মূল বিষয় হলো কল্যাণ ও হিদায়াত। কারণ, তাঁরা সবাই ছিলেন আল্লাহর পথে আহ্বানকারী। আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ এ চারজন মনীষী ছিলেন কল্যাণের পথে আহ্বানকারী ও সুবিখ্যাত পণ্ডিত। তবে যারা তাঁদের ব্যাপারে গোঁড়ামি করবে, অন্ধভাবে অনুসরণ করবে তারা গোনায় লিপ্ত হবে। এসব মনীষীদের ভুল-ক্রটি হতে পারে। তাঁরা প্রত্যেকেই ভুল করেছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তেও পৌছেছেন। কিছু বিষয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই ভুল করেছেন। সুতরাং তাদের অনুসারীদের কর্তব্য আল্লাহকে ভয় করা এবং

গোঁড়ামি প্রদর্শন না করা বরং দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ন্যায় ও সত্যকে গ্রহণ করা। কোন আলেম বা পণ্ডিত ব্যক্তি ভুল করলে তাঁর অনুসারী হওয়ার কারণে তাঁর ভুলটাও গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, ন্যায় ও সত্য সবকিছুর উর্ধে। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও অন্যান্য মনীষীদের অনুসারীদের কর্তব্য হলো দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ন্যায় ও সত্যকে গ্রহণ করা এবং রহীম বা করীমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা। এরূপ পক্ষপাতিত্ব না করা ওয়াজিব এবং করা হারাম। হানাফীদের যেমন হানাফী মাযহাবের পক্ষপাতিত্ব করা ঠিক নয়, তেমনি শাফেয়ী বা অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীদের তাদের নিজ নিজ মাযহাবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্যকেই সবকিছুর উর্ধে স্থান দিতে হবে। তাই এসব মাযহাবের অনুসারীদের কর্তব্য আল্লাহকে ভয় করা, প্রমাণিত ন্যায় ও সত্যকে গ্রহণ করা এবং ইজতিহাদ করা। যাতে দলীল ও প্রমাণ সিদ্ধ বিষয় অগ্রাধিকার পেতে পারে। হানাফীদের বক্তব্য যদি দলীল-প্রমাণ সিদ্ধ হয় তাহলে সেটিই গ্রহণ করা হবে। আর যদি হাম্বলীদের বক্তব্য সপ্রমাণিত হয় তাহলে সেটাই গ্রহণ করা হবে। মালেকী ও শাফেয়ীদের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসৃত হবে। উদাহরণ স্বরূপ ভাইদের সাথে দাদার উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়টি পেশ করা যায়। এ ক্ষেত্রে শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীদের মতে দাদা ও ভাইয়েরা উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু হানাফীদের মতে দাদার বর্তমানে ভাইয়েরা উত্তরাধিকারী হবে না। আমরা মনে করি হানাফীদের মতটিই সঠিক। কেননা, দাদার পিতার পর্যায়ভুক্ত। তাই তার বর্তমানে ভাইয়েরা উত্তরাধিকারী হবে না। এটি হানাফীদের মত হওয়ার কারণে নয়, বরং এর পেছনে দলীল আছে বলেই তা গ্রহণযোগ্য। অনুরূপ আরো একটি উদাহরণ দেয়া যায়। সেটি হলো, নারী স্পর্শ অযু ভঙ্গকারী। শাফেয়ীদের মতে নারী স্পর্শ মাত্রই অযু ভঙ্গকারী। কিন্তু হাম্বলীদের মত অন্যরাও বলেছেন, কামেচ্ছাসহ নারী স্পর্শ অযু ভঙ্গকারী। অথচ সঠিক বিষয়টি হলো, কামেচ্ছাসহ বা কামেচ্ছাবিহীন যে কোনভাবেই নারীকে স্পর্শ করা হোক না কেন তাতে অযু ভঙ্গ হয় না। বরং নির্দিষ্ট কিছু কারণে অযু ভঙ্গ হয়, যেমন ঃ বায়ু নিঃসরণ হলে, পেসাব বা পায়খানা করলে, গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করলে এবং ঘুমালে। এগুলো অযু ভঙ্গকারী তা সবাই জানে। আল্লাহ তাআলার বাণী أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ (যদি তোমরা নারী স্পর্শ করো) এর অর্থ যদি তোমরা স্ত্রীর সাথে মিলিত হও। এটিই এ আয়াতের সঠিক অর্থ। প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য এ উদাহরণগুলো পেশ করা হলো। অতএব, দলীল ও

যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া চার মাযহাবের কোনটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব জায়েয নয়। প্রতিটি জিনিসই যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে গ্রহণ বা ফায়সালা করা কর্তব্য। ন্যায় ও সত্য যখন হানাফী কিংবা জাহেরিয়াদের কাছে থাকবে তখন সেটাই গ্রহণ করতে হবে। আবার যখন হাম্বলী মালেকী বা শাফেয়ীদের কাছে থাকবে তখন সেটাই গ্রহণ করতে হবে। যুক্তি-প্রমাণ ভিত্তিক ফায়সালাই গ্রহণযোগ্য। অতএব এসব মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কর্তব্য আল্লাহকে ভয় করা, যুক্তি-প্রমাণের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং তা মেনে নেয়া। যাতে পক্ষপাতিত্ব ও অন্ধ অনুকরণ থেকে দূরে থাকতে পারে এবং যুক্তি-প্রমাণ অগ্রগণ্যতা লাভ করে।

আল ইসলাহ ঃ সালফ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পালনীয় রীতিনীত ও বিধানের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা ?

ইবনে বায ঃ এ ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই। যারা সালফ তারাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা ও অনুসারীদেরকেই সালফ বলে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ, তারা অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী। তাদেরকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলা হয়। কারণ, রাসূলের সুন্নাতের ব্যাপারে তারা সবাই একমত ছিলেন। জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ একথাই বলেছেন। যেমন আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া তার 'আকীদাতুল ওয়াসেতিয়া'য় বলেছেন। তাছাড়া অন্যান্য পণ্ডিতবর্গও একথা বলেছেন। মোটকথা, সালফ কথাটি যখন "সালফে সালেহীন" বুঝাবে তখন তার অর্থ হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা ও অনুসারী। তারাই হচ্ছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। তারাই হচ্ছেন শেষ যুগ পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহকে সুদৃঢ়রূপে ধারণকারী মুক্তিপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত দল। এ মতের বিরোধীরা অনেক ভাগে বিভক্ত যা ইবনে তাইমিয়া তাঁর 'হামাবিয়া' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

আল ইসলাহ ঃ দেখা যায় বহু মানুষ কোন কারণে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে কিংবা কোন একটি ত্রুটির কারণে বা প্রমাণবিহীন কোন গুজবের কারণে কোন আলেমকে হেয় মনে করতে থাকে কিংবা তার জীবনের বহু কল্যাণকর দিককে অস্বীকার করতে থাকে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি ?

ইবনে বায ঃ প্রমাণ একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহর পথে আহ্বানকারী কোন আলেম যখন কোন বিষয়ে ভুল করে তখন তাকে সতর্ক করে দেয়া প্রয়োজন। যে বিষয়ে সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হয়েছে এই ভুলের কারণে তার

সেই অধিকার ও প্রাপ্য সম্মান অস্বীকার করা যাবে না। বরং তার প্রতি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করতে হবে। তার ভুল-ত্রুটি তার সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে এবং সঠিক কাজটিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কোন দায়ী বা আলেম কোন বিষয়ে ভুল করেছে এ কারণে হককে পরিত্যাগ করা যাবে না। ন্যায় ও সত্য সবকিছুর ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। যদি তার কাছে হক ও বাতিল উভয়টিই থাকে তাহলে হক গ্রহণ করতে হবে এবং বাতিলকে পরিত্যাগ করতে হবে। আর যদি সে কোন একটি বিষয়ে ভুল করে বসে তাহলে তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হবে ঃ আপনি অমুক বিষয়ে ভুল করেছেন, যুক্তি-প্রমাণের দাবী অনুযায়ী কাজ করেননি। কিন্তু তার সব কাজ অস্বীকার করা যাবে না। বরং সে যে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। চার মাযহাবের ইমামগণও বিভিন্ন বিষয়ে ভুল করেছেন। তাই কেউ ভুল করলে তাকে সতর্ক করতে হবে, পরিত্যাগ করা যাবে না।

কাফের বলে আখ্যায়িত করা

আল ইসলাহ ঃ ইসলামী জাগরণের কোন কোন ধারা বিভিন্ন সরকার ও জাতিকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

ইবনে বায ঃ এটা জায়েয নয়। কাউকে কাফের বলতে হলে তার সপক্ষে প্রমাণ থাকতে হবে। কুফরী আকীদা-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম ও উক্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে যাতে সেটির কুফর হওয়ার কারণসমূহ প্রকাশ পায়। ইসলামী পণ্ডিতগণ তাদের রচিত গ্রন্থসমূহে 'মুরতাদের বিধান' নামে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন জ্ঞান পিপাসু ও পণ্ডিতদের তা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। এভাবে তারা জানতে পারবেন কোন্ কোন্ জিনিস ইসলাম বিধ্বংসী এবং কোন্ কোন্ জিনিস ইসলাম বিধ্বংসী নয়। এ বিষয়ে সামগ্রিকভাবে কথা বলা জায়েয নয়। কারণ, তাতে মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং যা কুফরীর দাবী করে এমন কোন সুস্পষ্ট গোনাহর কাজের আকীদা পোষণ করা, বলা বা আমল করা ছাড়া কাউকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। আর সামগ্রিকভাবে সরকার বা ব্যক্তিবর্গ কিংবা অমুক দেশ অথবা অমুক এলাকার লোক কাফের এমন কথা কোন বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি বলতে পারে না। এটা বলতে পারে কেবল জাহেল ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা। ইসলামকে ধ্বংস করে দেয় এমন গোনায় লিপ্ত হওয়া ছাড়া কোন মানুষ বা সরকারকে কাফের বলা যাবে না। তাই সামগ্রিকভাবে একথা বলা জায়েয নয়।

আল ইসলাহ্ ঃ আলহামদু লিল্লাহ। বিশ্বে ইসলামী ত্রাণ সংস্থার সংখ্যা অনেক। যেমন ঃ সউদী আরবের আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা, কুয়েত ভিত্তিক আফ্রিকান মুসলিম কমিটি প্রভৃতি। কিছু লোক এসব সংস্থার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে এবং কোন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এগুলোকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এরূপ সন্দেহ পোষণকারীদের সম্পর্কে আপনার উপদেশ কি এবং এসব সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাদের সম্পর্কে আপনি কি বলেন ?

ইবনে বায ঃ এসব সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি আমার উপদেশ হচ্ছে, তারা যেন এর প্রতি যত্নবান হন। প্রকৃত হকদারের কাছে হক পৌঁছে দেন, অপবাদের কারণসমূহ থেকে দূরে থাকেন এবং যেসব কারণে অপবাদ আরোপ করা হয় তা থেকেও দূরে অবস্থান করেন। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, দানের অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো এবং নির্ভরযোগ্য উপায়ে বিশ্বস্ত লোকদের মাধ্যমে তা হকদারদের কাছে পৌঁছে দেয়া। তাছাড়া মানুষ যাতে জানতে পারে সেজন্য তা প্রকাশ ও প্রচার করা। এভাবে তারা অপবাদ থেকে দূরে অবস্থান করতে পারবে। যাদের কাছে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়বে তাদের জন্য আমার উপদেশ হচ্ছে, তারা যেন তাদেরকে ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে সতর্ক করেন এবং স্পষ্ট করে বলে দেন যে, আপনারা অমুক বিষয়ে ভুল করেছেন। কিন্তু কোন অবস্থায়ই তাদের নিন্দাবাদ করবে না। অন্যথায় মানুষ এই বিরাট কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। ভুল করা সম্পর্কে তাদের কাছে কোন প্রমাণ না থাকলে বলবে, আমি এরূপ জানতে পেরেছি। আমি এ ব্যাপারে প্রমাণ আশা করি যাতে তার দ্বারা ধ্বংস ও বিপর্যয়কর তৎপরতা পরিচালিত না হয়। কোন সংস্থার ত্রুটি সম্পর্কে কেউ জানতে পারলে এবং তা প্রমাণিত হলে তাকে ন্যায় ও সত্যের পথ দেখিয়ে দেবে, যাতে তারা সংশোধিত হয়ে সরল-সঠিক পথের অনুসরণ করতে পারে এবং তা সবার জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হয়।

আল ইসলাহ্ ঃ কেউ কেউ ইসলামী দাওয়াতের কাজ পরিচালনাকারী সংস্থাসমূহের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করে থাকেন যে, সেগুলো নারী সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্যপনা রোধে কার্যকর ভূমিকা পালনে অবহেলা করছে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি ? বিশেষভাবে মেয়েদের মধ্যে ভবিষ্যতে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

ইবনে বায ঃ দাওয়াতী সংস্থাসমূহের ওপর মানুষের মধ্যে দাওয়াতী তৎপরতা পরিচালনা এবং বক্তৃতা ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করার যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তারা কেবল তাই করে থাকে। এসব বক্তৃতামালা

এবং সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে নারী ও পুরুষ উভয়ের বিষয়েই আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। কেননা, মসজিদেও নারী ও পুরুষ উভয়েই কল্যাণকর কথা-বার্তা শোনার জন্য সমবেত হয়। তবে বিশেষ করে নারীদের জন্য আলাদাভাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা করার কথা বলতে হলে তা অবশ্য বিবেচনার দাবী রাখে। আশা করি ইনশাআল্লাহ অচিরেই নারীদের মাঝে দাওয়াতী কাজ পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান কায়েমের মাধ্যমে উপযুক্ত পন্থায় এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার বিষয় নিশ্চিত করা সহজ হবে। বিশেষভাবে নারীদের জন্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হলে একটু বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন। ইনশাআলাহ ! এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি দেয়া হবে। তবে মসজিদে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হলে নারী ও পুরুষ উভয়েই তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং তাতে নারীরাই বিশেষ করে উপকৃত হবে।

আল ইসলাহ ঃ দাওয়াতী তৎপরতার কোন কোন উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম এবং কোন কোন ইজতিহাদী বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও ছাত্র সমাজের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত ?

ইবনে বায ঃ আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও ছাত্র সমাজের কর্তব্য পরস্পরকে সহযোগিতা করা এবং একে অপরের থেকে উপকৃত হওয়া যাতে তাদের কাজে ঐক্য সৃষ্টি হয়। আলেমগণ এবং আল্লাহর পথে আহ্বানকারীগণ এক ও অভিন্ন। আল্লাহর পথে আহ্বানকারীগণ আলেমদের থেকে এবং আলেমগণ আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের থেকে অর্থাৎ পরস্পর থেকে উপকৃত হতে পারেন। আলেমগণ দাওয়াত ও তার কর্মপন্থা থেকে এবং দাওয়াত-দাতাগণ যেসব বিষয়ে জানেন না সেগুলো আলেমদের নিকট থেকে জেনে নিয়ে উপকৃত হতে পারেন। দাওয়াতদাতাগণ তো মূলত আলেমদের মধ্যে থেকেই আবির্ভূত হন। ইসলামের দিকে আহ্বানকারী আলেম ছাড়া অন্য কেউ হতে পারেন না। যেসব আলেম শিক্ষা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানাদি করতে যত্নবান এবং ইসলামের যেসব দাওয়াতদাতা দাওয়াতী তৎপরতার প্রতি যত্নবান তাদের উচিত পরস্পর সহযোগিতা করা। এবং ব্যাখ্যা, দিকনির্দেশনা ও উপদেশের মাধ্যমে পরস্পরকে পরিপূর্ণতা দান করা। কার্যকর দাওয়াতী পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে আলেমগণ দাওয়াতী তৎপরতা পরিচালনাকারীর নিকট থেকে জেনে নেবে এবং দাওয়াতদাতা আলেমগণের নিকট থেকে শরয়ী বিধি-বিধান জেনে নেবে। এভাবে উভয়েই উভয়ের থেকে উপকৃত হবে। মোটকথা, সৎকাজ, তাকওয়া এবং ন্যায়ের প্রকাশ ও সেদিকে আহ্বানের ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

আল ইসলাহ ঃ কোন বিদ্যার্থীর ইজতিহাদ যদি তার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে বিরোধের সৃষ্টি করে তাহলে সে ক্ষেত্রে করণীয় কি ?

ইবনে বায ঃ জ্ঞান রহিম বা করিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কোন ব্যক্তির কাছে যেটি ন্যায় ও সত্য বলে প্রতিভাত হবে সেটি তার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির মতের বিপরীত হলেও সে সেটিই অনুসরণ করবে। ইমাম আহমদ, মালেক ও শাফেয়ীর (র) বহু অনুসারী বহু সংখ্যক মাসয়ালার ক্ষেত্রে তাঁদের মতের বিরোধিতা করেছেন। কারণ, দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে যেটি হক বলে সাব্যস্ত সেটি মেনে চলতে সে আদিষ্ট। তার উস্তাদ বা নিজ মাযহাবের ইমামের উক্তির কারণে ন্যায় ও সত্যকে পরিত্যাগ করা তার জন্য হারাম। এটাই অন্ধ অনুকরণ বা পক্ষপাত। অতএব, দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত সত্য কোন বড় আলেম বা শিক্ষকের মতের পরিপন্থী হলেও সেটি গ্রহণ করা তার জন্য ফরয।

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।